দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে মেধাবীদের নিয়োগ

আবদুল্লাহ আল মাউন

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো বা সবার জন্য শিক্ষা—এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দ্যেশ্যেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। আমাদের বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতায় মানুষের অন্যতম বিনিয়োগ হলো শিক্ষা। তাই বলা হয়ে থাকে EDUCATION IS A PRIME INVESTMENT। এ সম্পর্কে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের দিনের এক টাকা বিনিয়োগ পরবর্তী সময়ে দশগুণ হয়ে ফিরে আসবে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবন বদলায়, সমাজ বদলায়, সর্বোপরি দেশ বদলায়। আর সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার মৌলিক পাঠদান প্রাথমিকেই হয়ে থাকে বলে এখানেই একজন শিক্ষার্থী অক্ষর-জ্ঞানের পাশাপাশি চরিত্র গঠন, সততা, দেশপ্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষকদের ভক্তি-শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে তারা বড়দের সম্মান করতে শেখে। আর এ ভিত্তি দুর্বল বা অবহেলার শিকার হলে এর সুফল পাওয়া দুষ্কর। গবেষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবকরা বরাবরই প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এক প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশের ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে প্রায় ১ কোটি ৯৫ লাখ শিশু। যেখানে শিক্ষকের ঘাটতি দেড় লাখ। তাছাড়া গত ৮ নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা উঠে এসেছে। যেখানে দেখা গেছে, প্রাথমিকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক পুরোপুরি সৃজনশীল বা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বোঝেন না। সীমিত পরিসরে বুঝতে পারা ৪২ শতাংশ ক্লাসে বুঝাতে পারেন না। ১৯ মার্চ প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক সূত্রে জানা যায়, দেশের ১৭ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ১৭ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক নেই। এ অবস্থার উত্তরণও হচ্ছে না। দেশে প্রাথমিকের প্রধানশিক্ষকের অনুমোদিত পদ হচ্ছে ৬০ হাজার ৪৬টি। অর্থাৎ দেশের ২৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক নেই। আরো স্পষ্ট করে বললে প্রতি চারটি বিদ্যালয়ের একটি চলছে প্রধানশিক্ষকবিহীন। আর অভিভাবকহীন সংসারের অবস্থা কেমন হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হলো শিক্ষক। শিক্ষকরাই যদি অদক্ষ হোন তাহলে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে? আমদের দেশে শিক্ষকতা পেশায় সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় মেধাবীরা এই পেশায় আসতে চান না। আর যাঁরা আসেন তাঁরা আসেন অনেকটাই বাধ্য হয়ে। আবার অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষকতায় আসেন সবচেয়ে কম যোগ্যতায়। ফলে অনেকটাই মেধাহীনভাবে কাটছে প্রাথমিক স্তর। তাই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

১. উচ্চশিক্ষিত, যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এবং শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

২. বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত নিশ্চিত করা এবং সেইসঙ্গে পাঠদানে আনন্দ দেওয়া।

৩. শিক্ষার বরাদ্দ বাড়ানো।

৪. মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষকতার যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

৫. শিক্ষার উপকরণ বাড়ানো।

৬. শিক্ষকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা ও তাঁরা মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে পারছেন কি না তা দেখার জন্য সপ্তাহে অন্তত ১ দিন বিশেষ মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। রাষ্ট্র জনগণের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করবে এটি সংবিধানেও উল্লেখ আছে। তাই সুশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে সত্যিকারের মেধাবীদের নিয়োগ দিতে হবে। কারণ একটি প্রকৃত মেধাবীই পারে আরেকটি মেধার বিকাশ ঘটাতে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়